দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 JUN 1994 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

103

শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট স্থগিত, অনশন ভঙ্গ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি মহাঅবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী স্থগিত এবং আমরণ অনশন কর্মসূচী প্রত্যাহার করিয়াছে। মহাঅবস্থান ধর্মঘটের ৭ম দিনে গতকাল (শুক্রবার) বিকাল সাড়ে ৪টায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ করান। শিক্ষকদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'গণতান্ত্রিক সরকার আপনাদের উপর অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী আচরণ করিয়াছে। এই অবহেলা ও অপমানের শোধ নিতে হইবে। শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি গতকাল বিকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'জাতির বৃহত্তর স্বার্থে' আন্দোলনের কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা করিয়া ৩০শে জুন ঢাকায় একটি সমাবেশ আহ্বান করিয়াছে। এই সমাবেশ হইতে আন্দোলনের নূতন কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে। সাংবাদিক সম্মেলনে ১৯শে জুন হইতে ২৫শে জুনের মধ্যে সকল শিক্ষককে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানের আহ্বান জানান হয়। একই সাথে (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

গতকাল অনশনরত শিক্ষকদের শরবত পান করাইয়া অনশন ভঙ্গ করান শেখ হাসিনা —ইত্তেফাক

শিক্ষকদের

(১ম পৃঃ পর)

মন্ত্রীদের অনুষ্ঠান বর্জন ও সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য কালো পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। পূর্ণাঙ্গ জাতীয়-বেতন স্কেল প্রদান, শিক্ষা জাতীয়করণ, কল্যাণ ট্রাস্ট পুনর্গঠনসহ ১৫ দফা আদায়ের লক্ষ্যে ১৫ই এপ্রিল দেশের বেসরকারী স্কুল কলেজসমূহে ধর্মঘট শুরু হয়। ইহার পর সরকার শিক্ষকদের দাবীর প্রেক্ষিতে একটি অতিরিক্ত টাইম স্কেল প্রদান, চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকায় উন্নীতকরণ সহ কয়েকটি দাবী বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। লিয়াজোঁ কমিটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেল প্রদানের দাবীতে আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত রাখে। ১১ই জুন ঢাকায় মহা অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়। সরকার জাতীয় বেতন স্কেলের শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধির আশ্বাস দেন। লিয়াজোঁ কমিটি শেষ পর্যন্ত ১০ ভাগ বৃদ্ধির দাবী তুলিয়াছিল।

গতকাল শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ করানোর পূর্বে শেখ হাসিনা বলেন, সরকার শিক্ষকদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছে। স্বৈরাচারী সরকার এই আচরণ করিলে আমরা দুঃখ পাইতাম না। গণতান্ত্রিক সরকার বলিয়া দাবীদারদের এই আচরণ শোভা পায় না। তিনি বলেন, দেশে শিক্ষার হার বাড়ে নাই। এই অবস্থায় শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের দাবীসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা ছিল অত্যন্ত জরুরী। অথচ সরকার অমানবিক আচরণ করিয়াছে। মহাঅবস্থানে একজন শিক্ষকের মৃত্যু ঘটিল, অনশনের কারণে অসুস্থ হইয়া অনেকে হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছেন। অথচ সরকারের পক্ষ হইতে কেহই খোঁজ নেন নাই।

শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আন্দোলনের নূতন কর্মসূচী ঘোষণা করুন। গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বলুন যাহারা ক্ষমতায় রহিয়াছে তাহারা স্বৈরাচার। এই সরকারের মাধ্যমে দেশের কোন উন্নতি হইবে না। আন্দোলনের দায়-দায়িত্ব আমরা নিতেছি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে শতকরা ১০০ ভাগ না পারিলেও শিক্ষকদের অধিকাংশ দাবী পূরণ করা হইবে। রাশেদ খান মেনন এমপি, আ,ফ,ম মাহবুবুল হক, নির্মল সেন প্রমুখ শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী প্রফেসর কাজী ফারুক আহমেদ। লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক শেখ আমানুল্লাহ, ডঃ ম, আখতারুজ্জামান, নূরুল্লাহ, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বলিলেও আচার-আচরণে স্বৈরাচারী হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলের বাড়তি ১০ ভাগ প্রদান করিতে সরকারের মাত্র ৩০ কোটি টাকা খরচ হইত। সরকার রাজী হইয়াছে শতকরা ৫ ভাগ অর্থাৎ ৩০ কোটি টাকা প্রদান করিতে। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি পোষাইয়া দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহণের ঘোষণা দেওয়া হয়।